মাকাসিদ আশ-শরী'আহ
প্রকরণ, প্রকৃতি ও ক্রমবিন্যাস

একটি পদ্ধতিগত মৌলিক বিশ্লেষণ
(تراتيب المقاصد الشرعية: دراسة نظمية تأصيلية)

মূল
ড. আবদুল আযীয ইবন সাত্তাম ইবন আবদুল আযীয আলে সঊদ

বাংলা অনুবাদ
প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

মাকাসিদ আশ্-শরী'আহ- প্রকরণ, প্রকৃতি ও ক্রমবিন্যাস
একটি পদ্ধতিগত মৌলিক বিশ্লেষণ
(تراتيب المقاصد الشرعية: دراسة نظمية تأصيلية)

অনুবাদ ও গ্রন্থস্বত্ব © বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল: জুন ২০২০, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭, শাওয়াল ১৪৪১
প্রকাশক: বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০

ফোন: ০২-৫৮৯৫৭৫০৯, ০২-৫৮৯৫৪২৫৬, ০১৯২৩ ৪৮ ৯১ ৬৫

ই-মেইল: biitpublications@gmail.com

মূল্য: ২০০.০০ টাকা

Maqasid As-Shariah- Prakaran, Prokriti O Kramabinnas
Ekti Paddatigata Mowlik Bishleshon
Written by Dr. Abdul Aziz Ibn Sattam Ibn Abdul Aziz Ale Soud
Translated by Professor Dr. A K M Abdul Quader
Published by BIIT Publications
House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230.
Phone: 02-58957509, 02-58954256, 01923 48 91 65
E-mail: biitpublications@gmail.com

Price: Taka 200.00 only

ISBN 978-984-94911-2-5

প্রকাশকের কথা

ইসলামি *শরী'আহ* একটি সামগ্রিক, পরিপূর্ণ ও অবিভাজ্য বিষয়। যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা-ই এর উদ্দেশ্য। অধিকাংশ গবেষণায় ইসলামি *শরী'আহ'র* খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হলেও *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির বিভাজন এবং এর একটির সাথে অন্যটির আন্তঃ ও বহিঃ সংযোগের বিষয়টি অবহেলিত-ই থেকে যায় অথচ ইসলামী *শরী'আহ'র উদ্দেশ্যাবলির* স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রতিটি ইউনিট অন্যান্য ইউনিটের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কিংবা তা দ্বারা প্রভাবিত।

ইসলামি *শরী'আহ'র* এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ রকম গবেষণা ইতোপূর্বে আর হয়নি। এ বইয়ের লেখক *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। এটি নিঃসন্দেহে ইসলামী চিন্তা ও গবেষণাকর্মের নতুন দিক।

আরবি ভাষায় লিখিত শীর্ষক تراتيب المقاصد الشرعية: دراسة نظمية تأصيلية গ্রন্থে এসব বিষয় তুলে ধরেছেন রিয়াদস্থ আল-ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সউদী রাজপরিবারের সদস্য, বিশিষ্ট গবেষক ও ইসলামি স্কলার ড. আবদুল আযীয ইবন সাত্তাম ইবন আবদুল আযীয আলে সউদ। উক্ত গ্রন্থটি বাংলায় 'মাকাসিদ *আশ-শরী'আহ: প্রকরণ, প্রকৃতি* ও ক্রমবিন্যাস- একটি পদ্ধতিগত প্রামাণ্য বিশ্লেষণ' শিরোনামে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. আ ক ম আবদুল কাদের। এছাড়া অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিটি রিভিউ ও সম্পাদনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক (অবঃ) এ. কিউ. এম. আবদুস শাকুর খন্দকার এবং অন্যতম শরী'আহ স্কলার ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী। আমি তাদের প্রত্যেককে এ অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আশা করি উপরিউক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকসহ আগ্রহী চিন্তাবিদ ও জ্ঞানপিপাসু মুসলিম ব্যক্তিদের নিকট গ্রন্থটি রেফারেন্স বই হিসেবে বিবেচিত হবে। বিআইআইটি পাবলিকেশন্স গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। একই সাথে গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য রইল বিশেষ দু'আ।

১৪.০৬.২০২০
ঢাকা

ড. এম আবদুল আজিজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সূচিপত্র

সার-সংক্ষেপ ৭
ভূমিকা ৮
গবেষণাকর্মের গুরুত্ব ১১
গবেষণাকর্মকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত প্রশ্নমালা ১২
গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ১৩

প্রথম অধ্যায়
মাকাসিদ *আশ-শরী'আহ'র* প্রকরণ ১৭
'*মাকাসিদ*'-এর শাব্দিক অর্থ ১৭
পারিভাষিক অর্থ ১৭
মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র সাধারণ প্রকরণ ২৩
প্রকৃত প্রকরণ ও আপেক্ষিক প্রকরণ ২৩
প্রকৃত প্রকরণ ২৩
আপেক্ষিক প্রকরণ ২৪
প্রয়োজন ও গুরুত্বের দিক দিয়ে *মাকাসিদ*-এর প্রকারভেদ ২৮
মাকাসিদ-এর বিভক্তকরণে প্রাচীন স্কলারদের সংযুক্তি ২৯
মাকাসিদ-এর প্রকরণ বর্ণনায় পরবর্তী কালের স্কলারদের সংযোজন ৩০
মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র বিশেষ প্রকরণ ৩৩
ক্রমবিন্যাসের আলোকে *মাকাসিদ*-এর প্রকারভেদ ৩৩
সন্নিবেশিতকরণের বৈশিষ্ট্য ৩৫
মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র উপাদানগুলোর ক্রমবিন্যাস ৩৭
গুরুত্বের দিক দিয়ে *মাকাসিদ*-এর প্রকারভেদ ৩৮
*মাকাসিদ*কে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ও সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে প্রকরণ ৪০
আল *মাকাসিদ*কে *মাকাসিদ*-এর সামগ্রিকতা ও সামগ্রিক মাকসাদে বিভক্তিকরণ ৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
মাকাসিদ *আশ-শরী'আহ'র* সামগ্রিকতা ৪৫
সৃষ্টিজগত সৃষ্টির *মাকসাদ* ৪৬
সৃষ্টিতে স্রষ্টার উদ্দেশ্য ৫০
শর'ঈ বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ৬৫
শর'ঈ বিধানে স্রষ্টার উদ্দেশ্য ৬৫

শর'ঈ বিধান দ্বারা স্রষ্টার উদ্দেশ্য ৭৩
সামগ্রিক *মাকাসিদ আশ-শরী'আহ* ৭৮
মৌলিক *মাকাসিদ*-এর ওপর আনুষঙ্গিক *মাকাসিদ*-এর সংযুক্তি ৭৯
সামগ্রিক *মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র* সম্মিলন সারণী ৮০

তৃতীয় অধ্যায়
শরি'আহ'র* সামগ্রিক *মাকসাদ ৮৩
সামগ্রিক *শর'ঈ মাকসাদ*-এর উদ্দেশ্য ৮৯
মাকাসিদ শাস্ত্র ও কল্যাণ আলোচনা ৯২
সামগ্রিক *শর'ঈ মাকসাদের* উদ্দেশ্য ৯৪
যেসব বিষয় আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য অবধারিত করেছেন ১০১
সৃষ্টির ওপর কোনো কিছু জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হয়নি ১০৩
সামগ্রিক *শর'ঈ মাকসাদ* সারণী ১১৫

চতুর্থ অধ্যায়
***মাকাসিদ* সমূহের মধ্যকার সুশৃঙ্খল সম্পর্ক** ১১৭
মাকাসিদ-এর সামগ্রিকতা ও সামগ্রিক *মাকসাদ*-এর মধ্যে সম্পর্ক ১১৭
মাকাসিদ-এর সাথে কল্যাণের সম্পর্ক নির্ণয় পদ্ধতি ১২২
মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় পদ্ধতি ১২৪
মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র বহিস্থ সম্পর্ক নির্ণয় পদ্ধতি ১২৮
মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র ক্রমবিন্যাস সারণী ১৩১
শর'ঈ মাকসাদ-এর সামগ্রিকতা ১৩২
গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ১৩২
আংশিক ফলাফল ১৩২
সামগ্রিক ফলাফল ১৩৫
উপসংহার ১৩৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৭

সারসংক্ষেপ

মানুষের আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে এমন সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিদ্যমান যা গুণে শেষ করা যাবে না। এ সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন প্রকারের। ইসলামি *শরী'আহ'র* স্থায়ী উদ্দেশ্যাবলির আলোকে *শরী'আহ* অনুসরণকারীদের পরিবর্তনশীল উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকৌশল। *শরী'আহ* প্রবর্তক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা *শরী'আহ'র* লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য সামগ্রিক ও সুবিস্তৃত বিধিবদ্ধ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। এগুলোকে বলা হয় স্থায়ী নীতিমালা- যাকে নব আবিষ্কৃত বিষয়াবলি ও প্রয়োগিক বিধানের মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করা যায়। অপরদিকে, *শরী'আহ* অনুসরণকারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য রয়েছে কিছু পরিবর্তনশীল পদ্ধতি। এ স্থায়ী পদ্ধতি এবং পরিবর্তনশীল পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে কর্মকৌশলের রূপায়ন পরিস্ফুট হয়।

এ গবেষণায় লেখক *মাকাসিদ আল-শরী'আহ* তথা *শরী'আহ'র* লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রকরণ, এ সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের একটি অনুষঙ্গের সাথে অপর অনুষঙ্গগুলোর অভ্যন্তরীন ও বহি-সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রকৃতির রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। আর এর সবকিছুই সম্পাদন করা হয়েছে এগুলোর কাঠামো, প্রকাশভঙ্গি, ক্রমবিন্যাস ও পদ্ধতিগত দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে ■

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুগঠিত করেছেন। যিনি ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন অতঃপর সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, যিনি পুত-পবিত্র, আর তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি গোপনে অতি সংগোপনে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অতি উচ্চসিত। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের সরদার আমাদের নবি মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রসুল।

অতঃপর, *ইসলামি শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি (المقاصد الشرعية), এর প্রকারভেদ ও স্তরসমূহের বর্ণনা আলেম সমাজ তথা *ইসলামি* স্কলারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ সব আলোচনা-পর্যালোচনার লক্ষ্য হলো, প্রাথমিক বিবেচনায় একদিকে জনকল্যাণকর ও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে তুলনা করা, অপরদিকে জনকল্যাণকর ও জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোর স্তরসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করা, যা *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকরণ, এর প্রকারভেদ বর্ণনা এবং এর কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উপাদেয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

মানুষ যেসব আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করেন এবং যেসব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন তাতে এমন সব উদ্দেশ্য বিদ্যমান যা গুণে শেষ করা যাবে না। এ সব উদ্দেশ্যের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিভিন্নতা রয়েছে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের উদ্দেশ্যাবলি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে *শরী'আহ'র* বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আবার তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও ঝোঁক-প্রবণতার আলোকে কিছু অনুষঙ্গী দলিল-প্রমাণের দিকে ধাবিত হন, আর নিজেদের আকিদা-বিশ্বাস ও সামগ্রিক কর্মতৎপরতাকে সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে এমন সব দলিল-প্রমাণ থেকে দূরে থাকতে চান যা তাঁর কামনা-বাসনার

পরিপন্থী।[১] *শর'ঈ* স্থায়ী দলিল-প্রমাণ ও *মাকাসিদ*'র ওপর ভিত্তি করে বান্দার পরিবর্তনশীল *মাকাসিদ* প্রতিষ্ঠায় *শরী'আহ'র* গ্রহণযোগ্য *মাসলাহাত* ও জনস্বার্থসম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে সূচিত হয় নতুন দিকনির্দেশনা। আর *শরী'আহ* প্রবর্তনকারী *শরী'আহ'র* সুসংবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি প্রবর্তন করেন, সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে। আর একথা স্বতঃপ্রমাণিত যে, *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি ও তার বাস্তবায়নকল্পে নতুন দিক-নির্দেশনা উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। পক্ষান্তরে, যাঁরা *শরী'আহ* অনুসরণ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যাবলি সুসংবদ্ধ হলেও তা কিন্তু পরিবর্তনশীল। আর *শরী'আহ* প্রবর্তনকারী ও *শরী'আহ* অনুসরণকারী এ দু'পক্ষের সুসংবদ্ধ উদ্দেশ্যাবলির নিরিখে উদ্ভাসিত হয় নতুনত্বের স্বরূপ।[২]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি বিভাজনের ক্ষেত্রে আলিমগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হন এবং যা তাদেরকে প্রতিনিয়ত এর পুনঃবিভাজনের দিকে বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য করে, তা হলো *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির একটির সাথে অন্যটির আন্তঃসংযোগ। অর্থাৎ, একটি উদ্দেশ্য যদি তার প্রকার হতে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তা তার চাইতেও উন্নততর কোনো উদ্দেশ্যের প্রকারের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। আর এখানে এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, উদ্দেশ্যাবলির প্রতিটি ইউনিট কোনো না কোনোভাবে এর অন্যান্য ইউনিট দ্বারা প্রভাবিত। যথা- *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি মূলত গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণ ও জণস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত যা স্থান, কাল, অবস্থা ও *শরী'আহ* অনুসরণকারীদের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। আর প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো- *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির বিভাজন *শরী'আহ* সম্মতভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে তা পুনঃবিভাজনের উপযোগিতা রাখে- চাই তা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকুক কিংবা নতুনভাবে সংযোজিত হোক। সুতরাং বলা যায়, *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি (المقاصد الشرعية) ও জনস্বার্থ (المصالح) এ দু'টি

---

[১] অনুষঙ্গী প্রমাণ উপস্থাপনে পদস্খলন বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: John S. Hammond, Ralph L. Keeney and Howard Raiffa. The Hidden Trops in Decision Making, Harvard Business Review, September-October, 1998.

[২] দ্রষ্টব্য: আবদুল্লাহ ইবন বাইয়াহ مشاهد من المقاصد, আল-রিসালাহ, http://www.binbiyyah.net/portal/dialogues/446. ২৮.০২.১৪৩৫ হি.

বিষয় *শর'ঈ* দিক বিবেচনায় অসংখ্য ধারায় বিভক্ত এবং তা পুনঃ পুনঃ বিভক্তকরণের উপযোগী।[৩]

প্রতিটি গ্রহণযোগ্য জনস্বার্থের (مصلحة معتبرة) রয়েছে *শর'ঈ* উদ্দেশ্য যাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। আর সেই সব *শরী'আহ*সম্মত পারিপার্শ্বিক জনস্বার্থের গ্রহণযোগ্য শাখা-প্রশাখার (المصالح الفرعية) আলোকে *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলিকে বিভক্ত করা যায়। আর এ সব বিভক্ত অংশকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। মূলত *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলিকে বিভক্ত করতে হবে জনস্বার্থের (المصالح) বিভক্তিকরণের আলোকে। বিষয়টি ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়ায় অব্যাহত থাকবে। ফলে المصالح তথা জনস্বার্থ বিবেচনায় প্রকরণ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। শেষ পর্যন্ত এ প্রকরণ প্রক্রিয়া অর্থহীনভাবে কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে থেমে যায় অথবা একে আর বিভক্ত করা সম্ভব হয় না।

শরী'আহ'র উদ্দেশ্যাবলি (المقاصد الشرعية) ও জনস্বার্থের (المصالح) চিত্রায়ন যদি বিভিন্ন আঙ্গিকে এর বিভক্তিকরণের আলোকে স্থিতিশীল কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী বিষয় হয় তবে এর আলোচনা-পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে অর্থবহ। অন্যথা এতে *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি এবং জনস্বার্থের পরিবর্তনশীল বাস্তবতার কোনো প্রতিফলন দেখা যাবে না। এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো, এটি পরিবর্তনশীল যা মানব পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তা স্থান, কাল, অবস্থা ও *শরী'আহ* অনুসরণকারীদের পরিবর্তনশীল বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং *শর'ঈ* দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী কোনো বিষয়ের আলোচনা-পর্যালোচনায় কখনো مصلحة তথা জনকল্যাণ এবং مقاصد তথা উদ্দেশ্যাবলির বিভক্তিকরণের রূপায়ন ঘটে না।

---

[৩] এ ধরনের বিভক্তিকরণের প্রকারভেদ অগণিত। এটি কেবল *শরিআহর* উদ্দেশ্যাবলি এবং জনস্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা মানুষের চিন্তা-গবেষণার সকল ফলাফলকে পরিব্যপ্ত করে। কিন্তু যেখানে গিয়ে তা থেমে যায় তা হলো *শরিআহর* স্থায়ী ও মূলনীতিগত দিক, যেখানে কোন পরিবর্তন- পরিবর্ধনের সুযোগ নেই। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে বিষয়টি অবারিত। এটিই হলো মূলত: দীনের মধ্যে পরিপূর্ণতা বিধান ও নিয়ামতের সুসম্পন্নকরণ।

কারণ এগুলো পরিবর্তনশীল। তবে مصالح তথা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অন্য জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের এবং مقاصد তথা *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির সাথে অন্য উদ্দেশ্যাবলির ও *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির সাথে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয় বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা হতে পারে। কারণ, এটি স্থায়ী ও প্রমাণিত বিষয় আরও যা হতে উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়।

তবে কেবল *ইসলামি শরী'আহ'র মাকাসিদ* তথা উদ্দেশ্যাবলির বিভক্তিকরণের অনুষঙ্গগুলোর ওপর নির্ভর না করে এর একক ও যৌগিক বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়কারী অন্যান্য অনুষঙ্গগুলোও অধ্যয়ন ও গবেষণার বুনিয়াদি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর পাশাপাশি ফিকহী ক্রমধারার সামগ্রিক রূপরেখার ওপর নির্ভর করা, এতদসম্পৃক্ত দৃশ্যমান বিষয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা এবং এগুলোকে সামগ্রিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সংকলন করা উচিত। মূলত *ইসলামি শরী'আহ* একটি সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ বিষয়, যাকে বিভক্ত করা যায় না। আর এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড হলো কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা কিংবা অকল্যাণ দূর করা। কিংবা এ বিশ্বাস দৃঢ়মূল করা যে, *শরী'আহ*সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সূচনা হয় আল্লাহর নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে, আর এর পরিসমাপ্তি ঘটে বান্দাহ কর্তৃক তা অনুসরণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু المقاصد তথা *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি এবং المصالح তথা জনস্বার্থ-এর বিভক্তিকরণের বিষয়টি এরূপ নয়। আর এগুলোর অবস্থানও *শরী'আহ'র* ওপর নয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত *শরী'আহ* সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে যা সব ধরনের জনস্বার্থ (مصلحة), কর্মকাণ্ড (تصرف), উদ্দেশ্য (مقصد) ও লক্ষ্য (غاية) সহ সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা কোনো ধরনের বিভক্তিকে অনুমোদন করে না।

গবেষণাকর্মের গুরুত্ব

এ গবেষণাকর্মে *ইসলামি শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির সামগ্রিক পদ্ধতিগত দিকসমূহ চিত্রায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে; এর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলো একত্রিকরণের প্রতি নয়। আর এতে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করার

প্রতি জোর দেয়া হয়েছে যে, *ইসলামি শরী'আহ* একটি পরিপূর্ণ ও অবিভাজ্য বিষয়, যা কোনো ধরনের বিভক্তি কিংবা প্রকার-প্রকরণকে অনুমোদন করে না। এজন্য *ইসলামি শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির প্রতিটি ইউনিট এর অন্যান্য ইউনিটের ওপর হয় প্রভাব সৃষ্টিকারী নতুবা তা দ্বারা প্রভাবিত।

ইসলামি *শরী'আহ'র* এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতোপূর্বে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়নি। অধিকাংশ গবেষণায় এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে, যাতে গবেষকগণ দেখাতে চেয়েছেন যে, এটিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সবগুলোই অত্যধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। ফলে দেখা যায়, গবেষকগণ ইসলামি *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির প্রকরণ এবং গুরুত্বের তারতম্যের আলোকে এগুলোর পুনর্বিভক্তি ও পুনর্বিন্যাসকরণ ইত্যাদিতেই তাঁরা ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন। আমার এ গবেষণাপত্রে *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি এ গবেষণাকর্মের নতুন দিক। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে।

গবেষণাকর্মকে কেন্দ্র করে উত্থাপিত প্রশ্নমালা

এ গবেষণাকর্মকে কেন্দ্র করে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হলো- এ গবেষণাকর্মটি *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি ও এর ক্রমবিন্যাস পদ্ধতির প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত, যাতে এগুলোর একটির সাথে অপরটির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং স্থান, কাল, অবস্থা ও *শরী'আহ* অনুসারীদের পরিবর্তনশীল অনুষঙ্গগুলোর সাথে *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে রূপায়ন করে এবং *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাকর্মটি কিছু মৌলিক প্রশ্নমালার ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত। আর সেগুলো হলো -

শরী'আহ'র উদ্দেশ্যাবলির ক্রমবিন্যাসের প্রকৃতি কী? এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কী? আর *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি এবং পরিবেশ-

পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনশীল অনুষঙ্গগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কোন ধরনের? এসব মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আরো অনেক আনুষঙ্গিক প্রশ্নমালা শাখা-প্রশাখা ও ডালপালা বিস্তার করে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি দ্বারা কী বোঝায়? এর লক্ষ্য কী? তা কিভাবে অর্জন করতে হবে এবং কেন?

২. *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির ক্রমবিন্যাস বিষয়ে অধ্যয়নের উপকারিতা ও ফলাফল কী?

৩. *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে পরিবেশগত কোন সম্পর্ক আছে কি? আর *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলি ও এর পরিবেশের পরিবর্তনশীল অনুষঙ্গগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কি, না সবগুলো একই পর্যায়ের?

৪. এসব সম্পর্ক কি নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরে উন্নীত (Hierarchical) না কি অনুভূমিক (Horizontal) এবং তা কি স্থায়ী না পরিবর্তনশীল?

৫. এসব সম্পর্ক কি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত না কি অবরুদ্ধ পদ্ধতিতে?

৬. এসব পরিবর্তনশীল উপাদানের কোনটি স্বতন্ত্র, কোনটি তার অনুগামী আর কোনটি এতদুভয়ের মাঝামাঝি? আর কোনটি এর চাইতেও অধিক কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম?

৭. *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত গ্রহণযোগ্য জনস্বার্থ কোন ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে?

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

এ গবেষণাকর্মটি *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির একটি সুসংবদ্ধ, পদ্ধতিগত, প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের ফসল (دراسة نظامية تأصيلية وتحليلية للمقاصد الشرعية)। ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি বিশারদগণের পরিভাষা অনুযায়ী

التأصيل শব্দের অর্থ হলো التدليل তথা- দলিল-প্রমাণনির্ভর। আর উসূল আল ফিক্হ মানে ফিক্হশাস্ত্রের দলিল-প্রমাণ।[৪]

আল-ফায়ূমী বলেন أصّلته تأصيلا অর্থাৎ- আমি এর জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করেছি, যার ওপর নির্ভর করে অন্য কিছু নির্মিত হবে। আর বলা হয়: أصّل الشيئ অর্থাৎ- এর জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি রচনা করা হয়েছে যার ওপর কোনোকিছু নির্মাণ করা হবে। সে মর্মে التأصيل শব্দের অর্থ হবে কোনো কথা কিংবা কাজকে এমন কোনো মূল বা ভিত্তির প্রতি প্রত্যাবর্তন করানো যার উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা হবে।[৫] এ গবেষণায় আমাদের উদ্দেশ্য হবে সকল কর্মকাণ্ডকে *শর'ঈ* দলিল-প্রমাণের চাহিদার আলোকে প্রয়োগ করা। এ অর্থের ওপর ভিত্তি করে আমাদের এ গবেষণার লক্ষ্য হাসিলের জন্য দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভর করার অর্থ হবে *শরী'আহ'র* লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সকল ক্রমবিন্যাসকে দলিল প্রমাণের চাহিদার আলোকে প্রতিস্থাপন বা প্রত্যাবর্তন। আর *শর'ঈ* দলিলের চাহিদার আলোকে এর পর্যালোচনা ও এর উদ্ধৃতি দান।

অপরদিকে, সুসংবদ্ধ পদ্ধতি বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিকে বোঝানো হয়। আর বোঝানো হয় *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির ক্রমবিন্যাস ও পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক প্রকৃতিতে বিষয়বস্তুর ওপর চিন্তা-গবেষণাকে এবং এর

---

[৪] ইবন কুদামাহ, মুয়াফ্ফাক উদ্দীন আবদুল্লাহ ইবন আহমদ, রাওদাতুন নাজির ওয়া জান্নাতুল মানাযির। টীকা-টিপ্পনী- মুহাম্মদ মারাবী, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, দামিশ্ক: বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪৩০হি/২০০৯ খ্রি.; আল-সিরাজী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, সম্পাদনায়: আবদুল মালেক আল-তুরকী, ১ম সংস্করণ: বৈরুত: দারুল গারব আল-ইসলামি, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি., ইমামুল হারামাইন আল-জুওয়াইনী, আল-বুরহান ফী-উসূল আল-ফিক্হ, ১ম সংস্করণ, মিসর: আল-মানসূরাহ, দারুল ওফা, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.; আল-আমিদী, আলী ইবন মুহাম্মদ: আল-ইহকাম ফী-উসূল আল-আহকাম, আবদুর রায্যাক আফিফী সম্পা.; ২য় সংস্করণ, বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামি; ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.।

[৫] আল-ফায়ূমী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ, আল-মিসবাহ আল-মুনীর ফী গারীবি আল-শারহিল কাবীর, মূল: (أ. ص. ل.) পাণ্ডুলিপি, আল-মাকতাবাহ আল-আযহারিয়্যাহ, কপি- আবদুল বার ইবন মুহাম্মদ আবুল ইউসর আল-সুয়ূতী, সন ১০৯১ হি.।

আভ্যন্তরীণ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বহিস্থ পরিবেশের অনুষঙ্গগুলোর একটির সাথে অপরটির আন্তঃসংযোগ স্থাপন করাকে।

এ গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আর তা এ জন্য করা হয়েছে যেন ইতোপূর্বে এ বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণার একাডেমিক ফলাফলকে যথাসম্ভব পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। যাতে সামগ্রিকভাবে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, জ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে যাতে একাডেমিক ফলাফল বাস্তবায়ন ও *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির ফিকহী ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে পূর্বের চাইতেও অধিক গুণগত মানসম্পন্ন বিষয় কল্পনা করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত দিকগুলোর ওপর ভিত্তি করে *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির আভ্যন্তরীণ ক্রমবিন্যাসের অনুষঙ্গগুলোর পারস্পরিক আন্তঃসংযোগ স্থাপন এবং এতদসংশ্লিষ্ট বহিস্থ উপাদানগুলোর সম্পর্ক আলোচনায় সুসংবদ্ধ প্রামাণ্য ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। আর এতে চিত্রায়ন করা হয়েছে *শরী'আহ'র* উদ্দেশ্যাবলির ক্রমবিন্যাসের সুসংবদ্ধ রূপ। আর এসবকিছু সম্পাদনে *শর'ঈ* দলিল-প্রমাণের চাহিদার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

এ গবেষণাপত্রে স্থান পেয়েছে একটি ভূমিকা, এক নজরে গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও গবেষণার সমস্যা রূপায়ন। অতঃপর প্রথম অধ্যায়ে *মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র* প্রকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে *মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র* সামগ্রিকতা, তৃতীয় অধ্যায়ে সামগ্রিক *মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র* দিকসমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে *মাকাসিদ আশ-শরী'আহ'র* পারস্পরিক সুসংবদ্ধ সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও উপসংহার উপস্থাপিত হয়েছে■

প্রথম অধ্যায়

মাকাসিদ *আশ-শরী'আহ'র* প্রকরণ

'*মাকাসিদ আশ-শরী'আহ*'র বিভক্তিকরণবিষয়ক আলোচনা উপস্থাপনের পূর্বে '*মাকাসিদ*' এর পরিচয় ও সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা আলোচনার সূত্রপাত করবো।

'*মাকাসিদ*'-এর শাব্দিক অর্থ

মাকাসিদ (مقاصد) শব্দটি '*মাকসাদ*' (مقصد) শব্দের বহুবচন। এটি قصد، يقصد، قصدا ক্রিয়াপদের মূলধাতু د – ص – ق হতে উদ্ভূত। শব্দটি আরবদের ব্যবহারিক বাক্যে الاعتزام তথা বদ্ধপরিকর, التوجه তথা অভিমুখী হওয়া নিয়োজিত হওয়া, النهود তথা উচ্চসিত হওয়া, النهوض نحو الشيئ তথা কোনো বিষয়ের প্রতি এগিয়ে যাওয়া বা ধাবিত হওয়া, ন্যায়ানুগ হোক কিংবা ন্যায়ানুগ না হোক প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সত্যিকার অর্থে এটি হলো '*মাকসাদ*' এর মূল কথা। যদি না তা কখনো কখনো বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়ে। সরল-সোজা পথে চলার অর্থে শব্দটিকে নির্দিষ্ট করা হয়। আর আল-কাস্‌দ (القصد) দ্বারা অনেকগুলো অর্থ প্রকাশ পায়। যথা- কোনো কিছুকে উপস্থাপন করা, রাস্তার সরলীকরণ, নির্ভর করা, মূল, ন্যায়-নিষ্ঠ, মধ্যপন্থা অবলম্বন, ভেঙ্গে ফেলা- তা যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন।[১]

পারিভাষিক অর্থ

স্কলারগণ '*মাকাসিদ*' এর সুনির্দিষ্ট কোনো পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেননি। তবে তাঁরা তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে অনেকগুলো '*মাকাসিদ*' এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন

---

[১] দ্রষ্টব্য অধ্যায় قصد আল-যুবাইদী, সাইয়িদ মুহাম্মদ মুরতাজা আল-হুসাইনী, তাজুল উরূস মিন জাওয়াহির আল-কামূস, আবদুল করীম আল-'আযবাবী সম্পাদিত, পরিমার্জনে-মুস্তফা হিজাযী, কুয়েত, মাতাবি' আল-হুকুমাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি, খণ্ড ৯, পৃ. ৩৫; ইবন মনযূর, আবুল ফযল জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন-মুকাররম, লিসান আল-আরব, ৩য় সংকরণ, বৈরুত: দারু ছাদির, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৫৩।